সমাস

ভূমিকা

বাংলা ভাষায় কয়েকটি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শব্দ থেকে নতুন শব্দ তৈরি হয়। সমাস নতুন শব্দ গঠনের একটি প্রক্রিয়া। সমাসের মাধ্যমে নতুন শব্দ তৈরি হয়ে বাংলা ভাষাকে সুন্দর ও শ্রুতিমধুর করে তোলা হয়। সমাসের এই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা বিস্তৃতভাবে জানার জন্য ব্যাকরণে এর আলোচনা প্রয়োজন।

পাঠ ১

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

* সমাস কাকে বলে তা লিখতে পারবেন।
* বাংলা সাহিত্যে সমাসের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
* সমাস ও সন্ধির পার্থক্য লিখতে পারবেন।
* সমাস কত প্রকার তা বলতে ও লিখতে পারবেন।

সংজ্ঞা :

সমাস অর্থ সংক্ষেপ বা মিলন। অর্থের দিক থেকে পরস্পরের মধ্যে মিল বা সম্বন্ধ আছে এমন দুই বা দুইয়ের বেশি পদ মিলিত হয়ে যখন এক পদে পরিণত হয় তখন তাকে সমাস বলে। যেমন- রাজার কুমার = রাজকুমার। এখানে দুটিপদ রয়েছে। একটি রাজার অন্যটি কুমার। রাজার কুমার পদ দুটির যে অর্থ মিলিত পদ রাজ কুমারেরও একই অর্থ। দুটি পদ মিলে একপদ হওয়ায় অর্থের কোন পরিবর্তন হয়নি কিন্তু সংক্ষিপ্ত হয়েছে। অর্থাৎ সমাসে সেই পদগুলোকেই একপদে পরিণত করা যায়, যাদের মধ্যে অন্তর্নিহিত মিল রয়েছে। যেমন- মা মরেছে যার = মা-মরা।

সমাসের উদ্দেশ্য

বাংলা ভাষায় বাক্যে শব্দের ব্যবহার সংক্ষেপ করার জন্যই সমাসের সৃষ্টি। সমাসের ফলে শব্দ থেকে নতুন শব্দ তৈরি হয়। বক্তব্যের বিষয়টি সংক্ষেপ করে সুন্দর এবং সহজ করে বলা যায়। মনের অভিব্যক্তি সংক্ষেপে প্রকাশ করার একটি প্রক্রিয়া সমাস। সমাসের ব্যবহার বাংলা ভাষায় সংস্কৃত থেকে এসেছে। সাধুভাষায় সমাসবদ্ধ শব্দের ব্যবহার বেশি সেই তুলনায় চলিত ভাষায় সমাসবদ্ধ শব্দের ব্যবহার কম। প্রকৃতপক্ষে বলা যায় ভাষাকে সহজ, সুন্দর ও সাবলিল করে তুলতে সমাসের ব্যবহার অনস্বীকার্য। সমাস ভাষার শ্রুতিমাধুর্য বৃদ্ধি করে।

সমাসকে ভালভাবে বুঝতে হলে কতগুলো বিষয় জানা দরকার। নিচের ছকটি লক্ষ্য করুন।

সমস্যমান পদ

বিলাত হইতে ফেরত

১. যে মিলযুক্ত পদগুলো মিলে সমাস হয়, প্রত্যেকটি পদকে সমস্যমান পদ বলে। যেমন- বিলাত, হইতে, ফেরত এই প্রত্যেকটি পদকেই সমস্যমান পদ বলে।

২. বিলাত হইতে ফেরত- অর্থ বোঝাবার জন্যে সমস্তপদকে ভেঙে যখন একাধিক পদে প্রকাশ করা হয় তখন তাকে ব্যাস বাক্য বলে।

৩. সমাসযুক্ত পদের প্রথম অংশকে পূর্বপদ এবং পরবর্তী অংশকে পরপদ বলে। উপরের উদাহরণে ‘বিলাত’ পূর্বপদ এবং ‘ফেরত’ পরপদ।

৪. সমাস নিষ্পন্ন পদটির নাম সমস্ত পদ। উপরের উদাহরণে বিলাতফেরত হল সমস্তপদ।

সন্ধি ও সমাসের মধ্যে পার্থক্য

বাংলা ভাষায় সন্ধি এবং সমাস দুটোর সাহায্যেই নতুন শব্দ গঠিত হয়। কিন্তু দুটোর মধ্যে প্রক্রিয়াগত পার্থক্য রয়েছে। সন্ধিতে পাশাপাশি দুটি বর্ণের মিলন হয়। যেমন- বিদ্যা+আলয় = বিদ্যালয়।

এখানে আ+আ দুটি বর্ণমিলে একটি ‘আ’ বর্ণ পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়েছে।

কিন্তু সমাসের ক্ষেত্রে, বিদ্যার আলয় = বিদ্যালয়

এখানে বিদ্যা এবং আলয় দুটি ভিন্নপদ এক হয়ে পূর্বপদের ‘র’ বিভক্তি লোপ পেয়ে বিদ্যালয় হয়েছে।

বাংণা ভাষায সমাস প্রধানতঃ ছয় প্রকার। যথা-

১. দ্বন্দ্ব সমাস

২. তৎপুরুষ সমাস

৩. দ্বিগু সমাস

৪. কর্মধারয় সমাস

৫. অব্যয়ীভাব সমাস

৬. বহুব্রীহি সমাস

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

সঠিক উত্তরে টিক (✓) চিহ্ন দিন

১। পরস্পর সম্বন্ধ একাধিক পদকে একপদে পরিণত করার নাম-

ক. সন্ধি খ. বচন

গ. সমাস ঘ. দ্বিরুক্ত শব্দ

২। সমাসের উদ্দেশ্য কি?

ক. পদের মিলন খ. সংক্ষেপে বেশি ভাব প্রকাশ করা

গ. শব্দকে অলঙ্কার বহুল করা ঘ. বাক্যকে দীর্ঘ করা

৩। সমস্যমান পদের প্রথম অংশকে বলে

ক. পরপদ খ. পূর্বপদ

গ. সমস্তপদ ঘ. ব্যাসবাক্য

৪। সমস্যমান পদের শেষাংশকে বলে

ক. বিভক্তি খ. পূর্বপদ

গ. বিগ্রহবাক্য ঘ. পরপদ

৫। সমাস কত প্রকার?

ক. দুই প্রকার খ. পাঁচ প্রকার

গ. ছয় প্রকার ঘ. সাত প্রকার

উত্তরগুলো মিলিয়ে নিন। আপনার উত্তরের সঙ্গে না মিললে পাঠটি আবার ভাল করে পড়ুন।

উত্তর

১. গ, ২.খ, ৩. খ, ৪. ঘ ৫. গ

পাঠ ২

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

* দ্বন্দ্ব সমাস কাকে বলে তা লিখতে পারবেন।
* দ্বন্দ্ব সমাস গঠনের নিয়ম ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
* দ্বন্দ্ব সমাস কত প্রকার তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

সংজ্ঞাঃ

দ্বন্দ্ব শব্দের অর্থ জোড়া। যে সমাসে দুই বা ততোধিক পদ মিলে একপদ হয় এবং উভয়পদের অর্থই প্রধানরূপে প্রতীয়মান হয়, তাকে দ্বন্দ্ব সমাস বলে। যেমন- ভাই ও বোন = ভাইবোন। ফল ও মূল = ফলমূল। কাগজ ও পত্র = কাগজপত্র। কেনা ও বেচা = কেনাবেচা ইত্যাদি। দ্বন্দ্বসমাস পূর্বপদ এবং পরপদ ও আর ইত্যাদি সংযোজক অব্যয় দ্বারা যুক্ত হয়। উপরে উল্লেখিত প্রত্যেকটি উদাহরণে দুটো পদ ‘ও’ সংযোজক অব্যয় দ্বারা যুক্ত হয়েছে এবং পূর্বপদ এবং পরপদ সমানভাবে প্রাধান্য পেয়েছে।

দ্বন্দ্ব সমাসের কিছু নিয়ম :

১. দ্বন্দ্ব সমাস অল্পস্বর বিশিষ্ট এবং উচ্চারণে ও বানানে যে পদটি ছোট সেই পদটি সাধারণত শব্দের পূর্বে বসে। যেমন-

জমা ও খরচ = জমা খরচ

মুড়ি ও মুড়কি = মুড়িমুড়কি

লাভ ও লোকসান = লাভলোকসান

২. দ্বন্দ্ব সমাসে গৌরববোধক বা সম্মানিত পদ এবং স্ত্রীবাচক শব্দ পূর্বে বসে। যেমন-

দেব ও দ্বিজ = দেবদ্বিজ

মাতা ও পিতা = মাতাপিতা

গুরু ও শিষ্য = গুরুশিষ্য

রাজা ও প্রজা = রাজাপ্রজা

৩. দুটি সমান স্বর বিশিষ্ট পদের ‘আ’কারান্ত শব্দ পূর্বে বসে। যেমন- খোকা ও খুকু = খোকা খুকু, গোলা ও গুলি = গোলাগুলি, কানা ও ঘুষা = কানাঘুষা।

৪. হসন্তযুক্ত শব্দ আগে বসে। যেমন-

নদ্ ও নদী = নদনদী

দাস্ ও দাসী = দাসদাসী

খাল্ ও বিল = খালবিল।

দ্বন্দ্ব সমাস কয়েক প্রকারের হতে পারে। যেমন-

১. মিলনার্থক শব্দ যোগে – ভাইবোন, মা-বাপ, জ্বিন-পরী, দীন-দুঃখী ইত্যাদি।

২. বিরোধার্থক শব্দ যোগে – চোর-পুলিশ, স্বর্গ-নরক, দা-কুমড়া, অহি-নকুল ইত্যাদি।

৩. বিপরীতার্থক শব্দের মিলনে – শত্রু-মিত্র, রাজা-প্রজা, সৎ-অসৎ, পাপ-পুণ্য, আয়-ব্যয়, জন্ম-মৃত্যু ইত্যাদি।

৪. সমার্থক শব্দের মিলনে – হাট-বাজার, ধন-দৌলত, রাজা-বাদশা, বই-পুস্তক ইত্যাদি।

৫. সংখ্যাবাচক শব্দের মিলনে – সাত-সতের, উনিশ-বিশ, নয়-ছয়, সাত-পাঁচ ইত্যাদি।

৬. অঙ্গবাচক শব্দের মিলনে – মাথা-মুণ্ড, হাত-পা, নাক-মুখ, চোখ-কান, মুখ-চোখ ইত্যাদি।

৭. দুটো বিশেষ্য পদ যোগে – রাজা-রানী, ভাই-বোন, মা-বাবা ইত্যাদি।

৮. দুটো বিশেষণ পদের মিলনে – সত্য-মিথ্যা, উঁচু-নিচু, ভাল-মন্দ ইত্যাদি।

৯. দুটো সর্বনাম পদের মিলনে – যা-তা, যেমন-তেমন, যে-সে, যথা-তথা, যেখানে-সেখানে ইত্যাদি।

১০. দুটো ক্রিয়াপদের মিলনে – লেখাপড়া, চলা-ফেরা, আসা-যাওয়া ইত্যাদি।

অলুক দ্বন্দ্ব সমাস

যে দ্বন্দ্ব সমাসে পদের বিভক্তি লোপ পায় না তাকে অলুক দ্বন্দ্ব বলে। যেমন- দুধে ও ভাতে = দুধেভাতে, হাতে ও কলমে = হাতেকলমে, পথে ও ঘটে = পথে-ঘাটে ইত্যাদি।

বহুপদী দ্বন্দ্ব সমাস

দুইয়ের অধিক পদ মিলে যে দ্বন্দ্বসমাস হয় তাকে বহুপদী দ্বন্দ্ব সমাস বলে। যেমন- ইট, কাঠ ও পাথর = ইট-কাঠ-পাথর, সাহেব, বিবি ও গোলাম = সাহেব-বিবি-গোলাম, টাকা, আনা ও পাই = টাকা-আনা-পাই ইত্যাদি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন - ২

শূন্যস্থান পূরণ করুন

১. দ্বন্দ্ব সমাসে -------- অর্থের প্রাধান্য থাকে।

২. --------বিভক্তিলোপ পায় না।

৩. অল্পস্বর বিশিষ্ট শব্দ -------- বসে।

৪. সম্মানবাচক শব্দ -------- বসে।

৫. দুইয়ের অধিক পদ মিলে যে সমাস হয় তাকে --------।

সঠিক উত্তরে টিক (✓) চিহ্ন দিন

১. বিপরীতার্থক শব্দের মিলনে কোন দ্বন্দ্বসমাসটি গঠিত?

ক. ভাই-বোন খ. ধন-দৌলত

গ. আয়-ব্যয় ঘ. দা-কুমড়া

২. কোনটি শুদ্ধ?

ক. প্রজারাজা খ. রাজা-প্রজা

গ. রাজার প্রজা ঘ. প্রজার রাজা

৩. কোন দ্বন্দ্ব সমাসটি দুটি বিশেষণ যোগে গঠিত?

ক ভালমন্দ খ. মাতাপিতা

গ. লেখাপড়া ঘ. চলাফেরা

উত্তরগুলো মিলিয়ে নিন। আপনার উত্তরের সঙ্গে না মিললে পাঠটি আবার ভাল করে পড়ুন।

উত্তর

শুন্যস্থান পুরন :

১. উভয়পদের ২. অলুকদ্বন্দ্বে ৩. পূর্বে ৪. পূর্বে,

৫. বহুপদী দ্বন্দ্ব সমাস বলে।

সঠিক উত্তরের টিক চিহ্ন

১. গ, ২.খ, ৩. ক

পাঠ ৩

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

* তৎপুরুষ সমাসের সংজ্ঞা লিখতে ও বলতে পারবেন।
* বিভিন্ন তৎপুরুষ সমাসের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

তৎপুরুষ একটি সমাসবদ্ধ শব্দ। এর ব্যাসবাক্য-তস্য পুরুষ।

সংজ্ঞা

যে সমাসে পূর্বপদের (দ্বিতীয়া থেকে সপ্তমী পর্যন্ত বিভক্তি থাকতে পারে) বিভক্তি লোপ পায় এবং পরপদের অর্থ প্রাধান্য পায়, তাকে তৎপুরুষ সমাস বলে।

পূর্বপদে যে বিভক্তিটি লোপ পায় সে বিভক্তি অনুসারে তৎপুরুষ সমাসের নামকরণ করা হয়। যেমন-

১. চায়ের বাগান = চাবাগান

২. গাছে পাকা = গাছ পাকা

প্রথমে উদাহরণে ৬ষ্ঠী বিভক্তি লোপ পেয়েছে, তাই এটি ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস।

দ্বিতীয় উদাহরণে সপ্তমী বিভক্তি লোপ পাওয়ায় এটি সপ্তমী তৎপুরুষ সমাস।

দুটি উদাহরণেই দেখা যাচ্ছে পূর্বপদ নয়, পরপদের অর্থই প্রাধান্য পেয়েছে।

তৎপুরুষ সমাস নয় প্রকার :

১. দ্বিতীয়া তৎপুরুষ,

২. তৃতীয়া তৎপুরুষ,

৩. চতুর্থী তৎপুরুষ,

৪. পঞ্চমী তৎপুরুষ,

৫. ষষ্ঠী তৎপুরুষ,

৬. সপ্তমী তৎপুরুষ,

৭. নঞ তৎপুরুষ,

৮. উপপদ তৎপুরুষ,

৯. অলুক তৎপুরুষ

১। **দ্বিতীয়া তৎপুরুষ :** পূর্বপদে দ্বিতীয়া বিভক্তি (কে. রে) লোপ পেয়ে যে সমাস হয় তাকে দ্বিতীয়া তৎপুরুষ সমাস বলে। যেমন-

বইকে পড়া = বইপড়া

ভাতকে রাঁধা = ভাতরাঁধা

ব্যাপ্তি অর্থে কালবাচক পদের সাথে দ্বিতীয়া তৎপুরুষ হয়। যেমন-

চিরকাল ব্যাপিয়া সুখ=চিরসুখ

ক্ষণকাল ব্যাপিয়া স্থায়ী = ক্ষণস্থায়ী

চিরদিন ধরিয়া শত্রু = চিরশত্রু

২। **তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাস :** পূর্বপদে তৃতীয়া বিভক্তি (দ্বারা, দিয়া, কর্তৃক) লোপ পেয়ে যে সমাস হয় তাকে তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাস বলে। যেমন-

ঢেঁকি দ্বারা ছাটা = ঢেঁকিছাটা

মন দিয়ে গড়া = মনগড়া

ঘি দিয়ে ভাজা = ঘিভাজা

এমনি, শান-বাঁধানো, জুতো-পেটা, মধুমাখা, বজ্রাহত, শ্রমলব্ধ, পদাঘাত, মোহান্ধ ইত্যাদি।

৩। **চতুর্থী তৎপুরুষ সমাস :** পূর্বপদে চতুর্থী বিভক্তি (কে. রে, জন্য নিমিত্ত, তবে) লোপ পেয়ে যে সমাস হয় তাকে চতুর্থী তৎপুরুষ সমাস বলে। যেমন-

তীর্থের উদ্দেশ্যে যাত্রা = তীর্থযাত্রা

দেবকে দত্ত = দেবদত্ত

গুরুকে ভক্তি = গুরুভক্তি

ডাকের নিমিত্তে মাশুল = ডাকমাশুল।

এমন, ছাত্রাবাস, দূতাবাস, আরাম কেদারা, বসতবাটি, মরাকান্না ইত্যাদি।

৪। **পঞ্চমী তৎপুরুষ সমাস :** পূর্বপদে পঞ্চমী বিভক্তি (হইতে, বা হতে, থেকে) পূর্বপদে লোপ পেয়ে যে সমাস হয় তাকে পঞ্চমী তৎপুরুষ সমাস বলে। কোন কোন ৫মী তৎপুরুষে এর, চেয়ে প্রভৃতি অনুসর্গ ব্যবহৃত হয়। যেমন-

রোগ হতে মুক্ত = রোগমুক্ত

স্কুল থেকে পালানো = স্কুল পালানো

পরানের চেয়ে প্রিয় = পরানপ্রিয়।

এরূপ, জন্মান্ধ, দুগ্ধজাত, পদচ্যুত, রাজচ্যুত, যুদ্ধোত্তর, ক্ষমতাচ্যুত ইত্যাদি।

৫। **ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস :** পূর্বপদে ষষ্ঠী বিভক্তি (র, এর) লোপ পেয়ে যে সমাস হয় তাকে ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস বলে। যেমন-

রান্নার ঘর = রান্নাঘর

বটের তলা = বটতলা

পথের মাঝ = মাঝপথ

এমনি, রাজহংস, পিতৃতুল্য, দেশসেবা, ধানক্ষেত, খেয়াঘাট ইত্যাদি। ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাসের ক্ষেত্রে কয়েকটি নিয়ম জেনে রাখা দরকার।

১. ‘রাজা’র জায়গায় ‘রাজ’ পিতা, মাতা, ভ্রাতার স্থানে সমস্তপদে যথাক্রমে পিতৃ, মাতৃ, ভ্রাতৃ হবে।

রাজার কুমার = রাজকুমার

পিতার স্নেহ = পিতৃস্নেহ

মাতার হৃদয় = মাতৃহৃদয়

২. সহ, তূল্য, প্রতিম, প্রায় ইত্যাদি শব্দ যোগে ষষ্ঠী তৎপুরুষ হয়। যেমন-

গুরুর তূল্য = গুরুতূল্য

অনুজের প্রতিম =অনুজ প্রতিম

ভ্রাতার সহ = ভ্রাতৃসহ

পিতারসম = পিতৃসম

৩. পূর্বপদের 'ঈ' কার 'ই' কারে পরিণত হয়। যেমন-

প্রাণীর বিজ্ঞান = প্রাণিবিজ্ঞান

স্বামীর গৃহ = স্বামিগৃহ

৪. পরপদে 'রাজা' শব্দ থাকলে সমস্তপদে আগে বসবে এবং 'আ' কার বিলুপ্ত হবে। যেমন-

হাঁসের রাজা = রাজহাস

পথের রাজা = রাজপথ

৫. পরে অর্ধ থাকলে সমস্তপদে অর্ধ আগে বসবে। যেমন -

পথের অর্ধ = অর্ধপথ

জীবনের অর্ধ = অর্ধজীবন।

৬. দুগ্ধ, শিশু, ডিম্ব, শাবক ইত্যাদি শব্দ পরপদে থাকলে সমস্তপদে স্ত্রী লিঙ্গে পরিবর্তিত হয়ে তা পূর্বপদে বসে। যেমন- হরিনীর শিশু = হরিণশিশু

ছাগীর দুগ্ধ = ছাগদুগ্ধ

হংসীর ডিম্ব = হংসডিম্ব

৭. পরপদে রাজি, পুঞ্জ, গ্রাম, বৃন্দ, সুখ প্রভৃতি সমষ্টিবাচক শব্দযোগেও ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস হয়। যেমন-

হস্তীরযুথ= হস্তীযুথ

শিক্ষকের বৃন্দ = শিক্ষকবৃন্দ

৬. **সপ্তমী তৎপুরুষ সমাস :** পূর্বপদে সপ্তমী বিভক্তি (এ, য়, তে) লোপ পেয়ে যে সমাস হয় তাকে সপ্তমী তৎপুরুষ সমাস বলে। যেমন-

অকালে মৃত= অকালমৃত

জলে মগ্ন = জলমগ্ন

দিবায় নিদ্রা = দিবানিদ্রা

অনেক সময় বহুর মধ্যে একজনের শ্রেষ্ঠত্ব বা উৎকর্ষতা বোঝাতেও সপ্তমী তৎপুরুষ সমাস হয়। যেমন-

কবিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ = কবিশ্রেষ্ঠ

পুরুষের মধ্যে উত্তম = পুরুষোত্তম।

সপ্তমী তৎপুরুষে ব্যাসবাক্যে সময় শব্দ থাকলে সমস্ত পদে তা আগে বসে। যেমন-

পূর্বেভূত = ভূতপূর্ব

পূর্বে অশ্রুত= অশ্রুত পূর্ব

৭. **নঞ তৎপুরুষ সমাস :** নিষেধাত্মক নঞ অব্যয় (না, ন, নেই, নয় ইত্যাদি) পূর্বপদে বসে যে সমাস হয় তাকে নঞ তৎপুরুষ সমাস বলে। যেমন-

ন মিল = অমিল

ন জ্ঞান = অজ্ঞান

ন আদর = অনাদর।

এরূপ অনিচ্ছা, নিখুঁত, অবাধ্য, অসুখ, অদৃষ্ট, অনাধিক ইত্যাদি। 'নঞ' বাচক অব্যয়ের পর স্বরবর্ণ থাকলে 'অন' এবং ব্যঞ্জনবর্ণ থাকলে সাধারণত 'অ' বা 'আ' হয়। যেমন-

ন অধিক = অনধিক

ন বাধ্য = অবাধ্য

ন কাল = আকাল

ন ধোয়া = আধোয়া

৮. **উপপদ তৎপুরুষ সমাস :** উপপদ তৎপুরুষ কাকে বলে তা জানার আগে জানতে হবে উপপদ এবং কৃদন্ত পদ কাকে বলে। কোন শব্দকে বিশ্লেষণ করলে যদি প্রথমে একটি পদ, তার পর একটি ধাতু এবং শেষে একটি প্রত্যয় পাওয়া যায় তাহলে সেই আদি পদকে উপপদ বলে।

ধামাধরা = ধামা+ধর+আ, এখানে 'ধামা' উপপদ, ধর, ধাতু, এর সঙ্গে 'আ' প্রত্যয় যুক্ত হয়েছে। ধরে তাই ধাতু বা কৃদন্ত পদ। অর্থাৎ যে শব্দে কাজ করা বোঝায় তাই কৃদন্ত পদ।

সংজ্ঞা : যে সমাসে উপপদের সঙ্গে কৃদন্ত পদের সমাস হয় তাকে উপপদ তৎপুরুষ সমাস বলে। যেমন-

বর্ণচোরা = বর্ণ চুরি করে যে।

বর্ণ +	✓ চুর	+ আ
↓	↓	↓
উপপদ	ধাতু	প্রত্যয়
		কৃদন্তশব্দ

এমনি, ছেলে ধরে যে = ছেলেধরা

পকেট মারে যে = পকেটমার

পঙ্কে জন্মে যে = পঙ্কজ

এমনি, ঠকানো, মনোলোভা, ঘরছাড়া, গা-সহা, ভাত খেকো, কুম্ভকার, সূত্রধর, শাস্ত্রকার ইত্যাদি।

৯। **অলুক তৎপুরুষ সমাস :** যে তৎপুরুষ সমাসে পূর্বপদের বিভক্তি লোপ পায়না তাকে অলুক তৎপুরুষ সমাস বলে। যেমন-

তেলেভাজা = তেলেভাজা

গরুর গাড়ি = গরুরগাড়ি

মাটির মানুষ = মাটির মানুষ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন - ৩

ক. নৈর্বিত্তিক প্রশ্ন :

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন

১। তৎপুরুষ সমাস কত প্রকার?
ক. ছয় প্রকার খ. নয় প্রকার
গ. পাঁচ প্রকার ঘ. চার প্রকার

২। কোনটি তৎপুরুষ সমাসের উদাহরণ?
ক. মা-বাবা খ. গাছপাকা
গ. দশানন ঘ. নীলাকাশ

৩। কোনটি উপপদ তৎপুরুষের উদাহরণ?
ক. কুম্ভকার খ. রাজকুমার
গ. চা বাগান ঘ. দেবদত্ত

৪। কোনটি নঞ তৎপুরুষ সমাস?
ক. ছেলেধরা খ. শ্রমলব্ধ
গ. গায়ে হলুদ ঘ. অজ্ঞান

৫। কোনটি অলুক তৎপুরুষ সমাস?
ক. জলমগ্ন খ. হংসডিম্ব
গ. পকেটমার ঘ. তেলেভাজা

৬। কোনটি চতুর্থী তৎপুরুষের উদাহরণ?
ক. গুরুদত্ত খ. শ্রমলব্ধ
গ. বস্তাপঁচা ঘ. পদচ্যুত

খ. রচনামূলক প্রশ্ন :

১। তৎপুরুষ সমাস কাকে বলে উদাহরণসহ লিখুন।

২। উপপদ এবং কৃদন্তপদ কাকে বলে উদাহরণহ ব্যাখ্যা করুন।

৩. ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয় করুন
গৃহবাস, সাহিত্যের বিশারদ, গৃহশিশু, শোকাকুল, বসতবাড়ি, বজ্রাহত, যাদুকর, অনৈক্য, চোখেরবালি।

উত্তরগুলো মিলিয়ে নিন। আপনার উত্তরের সঙ্গে না মিললে পাঠটি আবার ভাল করে পড়ুন।

উত্তর

১. খ, ২. খ, ৩. ক, ৪. ঘ, ৫. ঘ, ৬. ক

গৃহবাস = গৃহেবাস	সপ্তমী তৎপুরুষ
সাহিত্যবিশারদ = সাহিত্যের বিশারদ	৬ষ্ঠী তৎপুরুষ
গৃহ শিশু = গৃহের শিশু	৬ষ্ঠী তৎপুরুষ
শোকাকুল = শোকদ্বারা আকুল	৩য়া তৎপুরুষ
বসতবাড়ি = বসতের জন্য বাড়ি	চতুর্থী তৎপুরুষ
বজ্রাহত = বজ্র দ্বারা আহত	তৃতীয়া তৎপুরুষ
যাদুকর = যাদু করে যে	উপপদ তৎপুরুষ
অনৈক্য = ন ঐক্য	নঞ তৎপুরুষ
চোখের বালি= চোখের বালি	অলুক তৎপুরুষ

পাঠ ৪

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

* দ্বিগু সমাসের সংজ্ঞা লিখতে পারবেন।

সংজ্ঞা :

যে সমাসে পূর্বপদটি সংখ্যাবাচক বিশেষণ এবং পরপদটি বিশেষ্য হয় তাকে দ্বিগু সমাস বলে।

সংস্কৃতে দ্বিগু শব্দটি একটি সমাসবদ্ধ পদ, 'দ্বি' শব্দটির অর্থ দুই এবং 'গো' (বিকারে গু) = গরু। কিন্তু দ্বিগু শব্দের অর্থ দুটি গরু নয়, দুটি গরুর মূল্যে যে বস্তু কেনা হয় তাকেই দ্বিগু বলে। দ্বিগু সমাসে সংখ্যাবাচক শব্দটি সমাহার বা সমষ্টিকে বোঝায়। যেমন-

চৌরাস্তা = চার রাস্তার সমাহার।

সপ্তর্ষি= সপ্ত ঋষির সমষ্টি।

ত্রিকাল = তিনকালের সমাহার।

সপ্তাহ = সপ্ত অহের সমাহার।

শতাব্দী = শত অব্দের সমাহার ইত্যাদি।

ঠিক তেমনি

পঞ্চবটী, ত্রিপদী, পঞ্চভূত, তেপান্তর, পঞ্চনদ, ষড়ঋতু।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন - ৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

১। সংখ্যাবাচক শব্দের সঙ্গে বিশেষ্য ও বিশেষণ পদের যে সমাস হয় তার নাম

ক. তৎপুরুষ খ. বহুব্রীহি

গ. দ্বন্দ্ব ঘ দ্বিগু

২। দ্বিগু সমাস কোন অর্থে ব্যবহৃত হয় ?

ক. মিলন অর্থে খ. সমাহার অর্থে

গ. বিপরীত অর্থে ঘ. পরিবর্তন অর্থে

৩। ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয় করুন :

ক. তেমাথা, ষড়ঋতু, অষ্টধাতু, পসুরী, দ্বিপ্রহর, সেতার।

উত্তরগুলো মিলিয়ে নিন। আপনার উত্তরের সঙ্গে না মিললে পাঠটি আবার ভাল করে পড়ুন।

উত্তর

১. ঘ, ২. খ

৩।

সমস্তপদ		ব্যাসবাক্য
তেমাথা	=	তিন মাথার সমাহার
ষড়ঋতু	=	ষড় ঋতুর সমাহার
অষ্টধাতু	=	অষ্টধাতুর সমাহার
পসুরী	=	পাঁচ সেরের সমাহার
দ্বিপ্রহর	=	দুই প্রহরের সমাহার
সেতার	=	তিন তারের সমাহার

পাঠ ৫

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

* কর্মধারয় সমাসের সংজ্ঞা লিখতে পারবেন।
* কর্মধারয় সমাস সম্পর্কে কতগুলো নিয়ম ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
* কর্মধারয় সমাস কত প্রকার ও কি কি তা বলতে পারবেন।

সংজ্ঞা :

পরস্পর সম্বন্ধ বিশিষ্ট বিশেষণ ও বিশেষ্য পদে কিংবা বিশেষ্য ও বিশেষণ পদ মিলে যে সমাস হয় এবং যাতে পরপদের অর্থই প্রাধান্য পায় তাকে কর্মধারয় সমাস বলে। যেমন -

খাস যে মহল = খাসমহল

খাস যে মহল = খাসমহল
↓ ↓
বিশেষণ বিশেষ্য

কালো যে পেঁচা = কালোপেঁচা

লাল যে ফুল = লালফুল

কর্মধারয় সমাসের কতগুলো নিয়ম

১. কর্মধারয় সমাসের ব্যাসবাক্যে সাধারণত বিশেষণ পদ আগে বসে।

২. কখনো কখনো বিশেষ্য পদ আগে বসে।

কর্মধারয় সমাস প্রধানত চার প্রকার

১. মধ্যপদলোপী কর্মধারয়;

২. উপমান কর্মধারয়;

৩. উপমিত কর্মধারয়;

৪. রূপক কর্মধারয়।

১. **মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাস :** যে কর্মধারয় সমাসে ব্যাসবাক্যের মধ্যপদটি লোপ পায় তাকে মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাস বলে। যেমন-

   পল (মাংস) মিশ্রিত যে অন্ন = পলান্ন

   স্বর্ণের মত উজ্জ্বল যে অক্ষর = স্বর্ণাক্ষর

   ছায়া প্রধান যে তরু = ছায়াতরু

ঠিক এমনি, জীবনবীমা, সিংহাসন, নাতজামাই, বনফুল, আয়কর, চালকুমড়া।

২. **উপমান কর্মধারয় :** উপমান এবং উপমিত কর্মধারয় সমাস সম্পর্কে জানতে হলে কয়েকটি বিষয় জানা দরকার।

ক. যার সাথে কোন কিছুর তুলনা করা হয় তাকে উপমান বলে।

খ. যার তুলনা করা হয় তাকে বলে উপমিত বা উপমেয়।

গ. উপমান এবং উপমেয় এই দুইয়ের মাঝের যে সাধারণ গুণ প্রকৃতি বা বৈশিষ্ট্যের জন্য পরস্পরের তুলনা করা হয় তাকে সাধারণ ধর্ম বলে।

নিচে একটি উদাহরণ দিয়ে শব্দগুলো স্পষ্ট করা হল :

সিঁদুরের মতো রাঙা যে মেঘ = সিদুর-রাঙা-মেঘ

এখানে সিঁদুর উপমান, কারণ সিঁদুরের সাথে মেঘের তুলনা করা হয়েছে।

'মেঘ' উপমিত বা উপমেয়, কারণ মেঘকে তুলনা করা হয়েছে।

'রাঙা' সাধারণ ধর্ম। কারণ সিঁদুরের রঙ লাল এবং সন্ধ্যার আকাশের মেঘের রঙও লাল। মেঘ এবং সিঁদুরের একই বৈশিষ্ট্যের জন্যেই পরস্পরের তুলনা করা হয়েছে।

উপমাবাচক বিশেষ্য পদের সাথে যখন সাধারণ ধর্মবাচক বিশেষণ পদের সমাস হয় তাকে উপমান কর্মধারয় সমাস বলে। এখানে উপমিত বা উপমেয় পদের কোন উল্লেখ থাকে না। যেমন-

উপমান   সাধারণ ধর্ম

↓   ↓

অরুণের   ন্যায়   রাঙা =   অরুণরাঙা

মিশের ন্যায় কালো = মিশকালো

গরুর মত বেচারা = গোবেচারা

শশকের ন্যায় ব্যস্ত = শশব্যস্ত।

ঠিক এমনি; তুষারসাদা, শঙ্খধবল, ঘনশ্যাম, হস্তিমূর্খ, বিড়ালতপস্বী, নিমতিতা ইত্যাদি।

৩. উপমিত কর্মধারয় : উপমানবাচক পদের সাথে উপমিত পদের যে সমাস হয় তাকে উপমিত কর্মধারয় সমাস বলে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ এ সমাসে সমস্যমান পদের দুটো পদই বিশেষ্য হয়, কিন্তু উপমানবাচক পরপদটি বিশেষণবাচকের রূপ লাভ করে। এখানে সাধারণ ধর্মের উল্লেখ থাকে না। যেমন-

কর   পল্লবের   ন্যায়   = কর পল্লব

↓   ↓   ↓

উপমেয়   উপমান

বাহু লতার ন্যায় = বাহুলতা

মুখ চন্দ্রের ন্যায় = মুখচন্দ্র

ফুলের ন্যায় কুমারী = ফুলকুমারী।

তেমনি-অধরপল্লব, নরসিংহ, নয়নকমল, অধরবিম্ব, সোনামুখ ইত্যাদি।

৪. রূপক কর্মধারয় সমাসঃ উপমান এবং উপমেয়কে অভিন্ন কল্পনা করে যে সমাস হয় তাকে রূপক কর্মধারয় সমাস বলে। যেমন-

জ্ঞান রূপ বৃক্ষ = জ্ঞানবৃক্ষ।

বিষাদ রূপ সিন্ধু = বিষাদসিন্ধু।

প্রাণ রূপ পাখি = প্রাণপাখি।

তেমনি সংসার সাগর, বিদ্যাধন, দেহপিঞ্জর ইত্যাদি।

নিচে দুটো উদাহরণ দেখা হল

ব্যাসবাক্য	সমস্তপদ	সমাসের নাম
ক. মুখ রূপ চন্দ্র =	মুখচন্দ্র =	রূপক কর্মধারয় সমাস
খ. মুখ চন্দ্রের ন্যায় =	মুখচন্দ্র =	উপমিত কর্মধারয়

উপরের উদাহরণ দুটোতে সমস্তপদ এক হলেও ব্যাসবাক্য এক নয়; সে কারণে দুটো আলাদা সমাস হয়েছে। প্রথম (ক) উদাহরণে মুখ এবং চন্দ্রের মাঝে কোনও পার্থক্য করা হয়নি বলে এটা রূপক কর্মধারয়। কিন্তু (খ) উদাহরণের ব্যাসবাক্যে মুখকে চন্দ্রের মত বলা হয়েছে; চন্দ্রের সঙ্গে অভিন্ন কল্পনা করা হয়নি। এ কারণে এটা উপমিত কর্মধারয় সমাস হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন অনেক সমাসই ব্যাসবাক্যের কারণে ভিন্ন সমাস হতে পারে। যেমন-

সমস্তপদ	চা জন্মে যে বাগানে - মধ্যপদলোপী কর্মধারয়
চা-বাগান	চায়ের বাগান - ৬ষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস

কর্মধারয় সমাস কয়েক প্রকারের হতে পারে

১. দুটি বিশেষণ পদের মিলনে একটি বিশেষ্যকে বোঝায়। যেমন-

শান্ত শিষ্ট, চালাক-চতুর, হৃষ্টপুষ্ট

২. দুটি বিশেষ্য পদেএকই ব্যক্তি বা বস্তুকে বোঝায়। যেমন-

যিনি দাদা তিনি ঠাকুর = দাদা ঠাকুর

এমনি, মৌলভী সাহেব, দেবর্ষি, রাজর্ষি, নরদেবতা ইত্যাদি।

৩. কর্মধারয় সমাসের পূর্বপদে মহৎ বা মহান শব্দ থাকলে সমস্তপদে সেটি মহা হয়, এবং পরপদে 'রাজা' শব্দ সমস্তপদে 'রাজ' হয়। যেমন-

মহান যে রাজা = মহারাজ;

মহৎ যে অরণ্য = মহারণ্য;

মহান যে নবী = মহানবী।

৪. পূর্বপদে সুন্দর স্থলে 'সু' এবং কুৎসিত স্থানে 'কু' বা কদ্‌ হয়। যেমন-

সুন্দর যে নিয়ম = সুনিয়ম;

কুৎসিত আকার= কদাকার;

কু যে আচার = কদাচার;

কুৎসিত যে কথা = কুকথা।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন - ৫

ক. নৈর্বিত্তিক প্রশ্ন :

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

১। কোনটি মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাসের উদাহরণ?

ক. মুখচন্দ্র   খ. বনফুল

গ. শান্তশিষ্ট   ঘ. তেমাথা

২। কোনটি উপমান কর্মধারয় সমাসের উদাহরণ?

ক. গোবেচারা   খ. বাহুলতা

গ. বিষাদসিন্ধু   ঘ. ঠাকুরদাদা

৩। কর পল্লবের ন্যায় ব্যাসবাক্যটি কোন সমাসের উদাহরণ?

ক. উপমান   খ. উপমিত

গ. রূপক   ঘ. মধ্যপদলোপী

খ. রচনামূলক প্রশ্ন :

১. কর্মধারয় সমাস কত প্রকার ও কি কি উদাহরণসহ লিখুন।

২. সঠিক শব্দ দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করুন-

ক. যে কর্মধারয় সমাসে মধ্যপদ লোপ পায় তাকে .... ।

খ. যার সঙ্গে তুলনা করা হয় তাকে .... ।

গ. উপমান এবং উপমেয়কে অভেদ কল্পনা করা হলে তাকে .... ।

ঘ. 'তুষার ধবল' .... সমাসের উদাহরণ।

উত্তরগুলো মিলিয়ে নিন। আপনার উত্তরের সঙ্গে না মিললে পাঠটি আবার ভাল করে পড়ুন।

উত্তর

১. খ   ২. ক   ৩. খ

২। ক. মধ্যপদলোপী,   খ. উপমান পদ বলে, গ. রূপক কর্মধারয়   ঘ. উপমান কর্মধারয়।

পাঠ ৬

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

* অব্যয়ীভাব সমাসের সংজ্ঞা লিখতে পারবেন।
* কি কি উপায়ে অব্যয়ীভাব সমাস হয় তা লিখতে ও ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

সংজ্ঞা :

যে সমাসের পূর্বপদে অব্যয় থাকে এবং পূর্বপদের অর্থই প্রধানরূপে প্রতীয়মান হয় তাকে অব্যয়ীভাব সমাস বলে। যেমন-

কূলের সমীপে = উপকূল;

কর্ণ পর্যন্ত = আকর্ণ;

মরণ পর্যন্ত = আমরণ;

অব্যয়ীভাব সমাসে অব্যয় পদটি সামীপ্য, বীপ্সা (পুনঃ পুনঃ অর্থে),অনতিক্রম, অবধি, সাদৃশ্য, যোগ্যতা, অভাব প্রভৃতি অর্থে প্রকাশ পায়।

নিচে অব্যয়ীভাব সমাসের অব্যয় পদটি বন্ধনীর ভেতরে দেয়া হল।

১। সামীপ্য (উপ) নগরের সমীপে = উপনগর

কণ্ঠের সমীপে = উপকণ্ঠ

কূলের সমীপে =উপকূল ইত্যাদি

২। অভাব (নি: নির) বিঘ্নের অভাব= নির্বিঘ্ন

আমিষের অভাব =নিরামিষ

শ্রীর অভাব =বিশ্রী,

এমনি, বেহায়া, হাভাতে, দুর্ভিক্ষ ইত্যাদি।

৩। বীপ্সা(পুনঃ পুনঃ) = ক্ষণে ক্ষণে = প্রতিক্ষণ

দিন দিন =প্রতিদিন

এভাবে প্রতিজন, প্রতিঘর, প্রত্যহ ইত্যাদি।

৪। পর্যন্ত (অবধি, আ) কণ্ঠ অবধি = আকণ্ঠ

সমুদ্র থেকে হিমাচল = আসমুদ্র হিমাচল

শৈশব থেকে আরম্ভ করে = আশৈশব

এরূপ, আপাদমস্তক, যাবজ্জীবন ইত্যাদি।

৫। সাদৃশ্য (উপ) বনের সদৃশ = উপবন

কথার সদৃশ = উপকথা

গ্রহের তুল্য = উপগ্রহ

৬। অনতিক্রম (যথা) শক্তিকে অতিক্রম না করে = যথাশক্তি

রীতিকে অতিক্রম না করে = যথারীতি

সাধ্যকে অতিক্রম না করে = যথাসাধ্য

এরূপ যথাবিধি, যথাসাধ্য, যথাজ্ঞান। ইত্যাদি

৭। অতিক্রান্ত (উৎ) = বেলাকে অতিক্রান্ত =উদ্বেল

শৃঙ্খলাকে অতিক্রান্ত = উচ্ছৃঙ্খল।

৮। বিরোধ (প্রতি) = বিরুদ্ধবাদ = প্রতিবাদ

বিরুদ্ধ কূল = প্রতিকূল

৯। ঈষৎ (আ) = ঈষৎ নত = আনত

ঈষৎ রক্তিম = আরক্তিম

১০।পশ্চাৎ (অনু) = পশ্চাৎগমন = অনুগমন

পশ্চাৎধাবন = অনুধাবন

তাপের পশ্চাৎ = অনুতাপ

করণের পশ্চাৎ = অনুকরণ

বিভিন্ন অর্থে আরও কয়েকটি অব্যয় হয়। যেমন-

ক্ষুদ্র অর্থে (উপ) = উপগ্রহ, উপসাগর, উপনদী

পূর্ণতা অর্থে (পরি) = পরিপূর্ণ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

ক. নৈর্বিত্তিক প্রশ্ন :

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন

১। ‘প্রতিদিন’ সমস্ত পদটির ব্যাসবাক্য কি?

ক. দিনের পর দিন খ. দিন ও দিন

গ. দিন দিন ঘ. প্রতি ও দিন

২। প্রতিক্ষণ সমস্ত পদের প্রতি অব্যয়পদটি কোন অর্থে-

ক. বীপ্সা খ. সামীপ্য

গ. পর্যন্ত ঘ. আ

খ. রচনামুলক প্রশ্ন :

১। অব্যয়ীভাব সমাস কাকে বল উদাহরণসহ লিখুন।

২। শূন্যস্থান পূরণ করুন :

ক. ভিক্ষার ---------- দুর্ভিক্ষ। খ. বনের ---------- উপবন।

গ. বেলাকে অতিক্রান্ত = ঘ. ---------- অতিক্রমন করে = যথারীতি।

ঙ. সমুদ্র থেকে ---------- = আসমুদ্র হিমাচল।

উত্তরগুলো মিলিয়ে নিন। আপনার উত্তরের সঙ্গে না মিললে পাঠটি আবার ভাল করে পড়ুন।

উত্তর

১।গ ২।ক

২।ক. অভাব, খ. সদৃশ গ. উদ্বেল ঘ. রীতিকে ঙ. হিমাচল পর্যন্ত

পাঠ ৭

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

* বহুব্রীহি সমাসের সংজ্ঞা লিখতে ও বলতে পারবেন।
* বহুব্রীহি সমাসের সাধারণ নিয়মগুলো ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
* বহুব্রীহি সমাস কত প্রকার তা লিখতে ও ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

সংজ্ঞা :

যে সমাসে সমস্যমান পদগুলোর কোনটির অর্থ প্রধানভাবে না বুঝিয়ে তৃতীয় কোন অর্থ বোঝায় তাকে বহুব্রীহি সমাস বলে।

যেমন-

লাল পাড় যার = লাল পেড়ে।

দশ আনন যার = দশানন (রাবণ)।

অর্থাৎ, পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত পদ দুটি মিলিত হয়ে যদি অন্য কোন অর্থ প্রকাশ করে সেটাই বহুব্রীহি সমাস।

যেমন উপরের উদাহরণে পূর্বপদ দশ, পরপদ আনন, কিন্তু দুটির একটিকেও না বুঝিয়ে 'দশানন' (রাবণের অন্য নাম) কে বুঝিয়েছে।

বহুব্রীহি একটি সমাসবদ্ধ পদ। এর ব্যাসবাক্য 'বহু ব্রীহি' (ধান) আছে যার। এখানে পূর্বপদ 'বহু', পরপদ ব্রীহি, দুটো মিলে বহু ধান বোঝানো উচিত ছিল। কিন্তু এখানে বহু ধান আছে এমন ব্যক্তি অর্থাৎ ধনী ব্যক্তিকে বোঝানো হয়েছে।

বহুব্রীহি সমাসের কতগুলো নিয়ম আছে

১. বহুব্রীহি সমাসের সমস্ত পদটি বিশেষ্য ও বিশেষণ দুটোই হতে পারে। যেমন -
   পীত অম্বর যার = পীতাম্বর (বিশেষ্য)।
   মা মরেছে যার = মা-মরা (বিশেষণ)।
২. বহুব্রীহি সমাসের ব্যাসবাক্যে সাধারণত যাহার, যার, যাতে ইত্যাদি শব্দ ব্যবহৃত হয়। যেমন -
   সুন্দর গন্ধ যার = সুগন্ধি;
   নীল নয়ন যে রমনীর = নীলনয়না।
৩. স্ত্রীবাচক শব্দ বোঝাতে সমস্তপদে 'আ' বা 'ঈ' যুক্ত হয় । যেমন -
   মৃগের ন্যায় নয়ন যে রমণীর = মৃগনয়না;
   চাঁদের ন্যায় মুখ যে রমণীর = চাঁদমুখী।
৪. সঙ্গে, সমাসন, সহ বা সহিত শব্দের সাথে অন্য পদের বহুব্রীহি সমাস হলে সহ, সমান, সহিতের জায়গায় 'স' হয়।
   যেমন-
   সমান গোত্র যার = সগোত্র;

সহ পক্ষ যার = সপক্ষ;

পুত্রের সহিত বর্তমান যে-সপুত্র

৫. বহুব্রীহি সমাসে উত্তরপদে সংস্কৃত ভাষা অনুযায়ী স্ত্রীবাচক বিশেষণ হলেও সমস্তপদে স্ত্রীবাচক প্রত্যয়টি লোপ পায়। যেমন -

দৃঢ় প্রতিজ্ঞা যার = দৃঢ় প্রতিজ্ঞ;

লব্ধ প্রতিষ্ঠা যার = লব্ধ প্রতিষ্ঠা।

৬. বহুব্রীহি সমাসের পরপদে ‘মাতৃ’ পত্নী, স্ত্রী ইত্যাদি শব্দ থাকলে শব্দগুলোর শেষে ‘ক’ যুক্ত হয়। যেমন -

স্ত্রীর সহিত বর্তমান = সস্ত্রীক;

নদী মাতা যার = নদীমাতৃক।

৭. বহুব্রীহি সমাসের পরপদে ‘নাভি’ স্থলে নাভ, অক্ষি স্থলে অক্ষ, চূড়া স্থলে চূড়, কর্ম স্থলে কর্মা হয়। যেমন -

ঊর্ণ নাভিতে যার = ঊর্ণনাভ;

চন্দ্র চূড়া যার = চন্দ্রচূড়।

বিচিত্র কর্ম যার = বিচিত্র কর্মা

কমলের ন্যায় অক্ষি যার = কমলাক্ষ

৮. পরপদে ‘গন্ধ’ শব্দ থাকলে গন্ধি বা গন্ধা হয়। যমেন -

সুন্দর গন্ধ যার = সুগন্ধি;

মৎস্যের ন্যায় গন্ধ যার = মৎস্যগন্ধা।

বহুব্রীহি সমাস প্রধানত আট প্রকার

১. **সমানাধিকরণ বহুব্রীহি :** পূর্বপদ বিশেষণ এবং পরপদ বিশেষ্য হলে তাকে সমানাধিকরণ বহুব্রীহি সমাস বলে। যেমন-

বদ মেজাজ যার = বদমেজাজী

লাল পাড় যার = লাল পেড়ে

এমনি, হৃতসর্বস্ব, সহোদর, উণপাজুরে, গৌরাঙ্গ ইত্যাদি।

২। **ব্যধিকরণ বহুব্রীহি :** পূর্বপদ এবং পরপদের কোনটি বিশেষণ না হলে তাকে, ব্যধিকরণ বহুব্রীহি সমাস বলে। যেমন-

আশিতে বিষ যার = আশীবিষ

ঘরে মুখ যার = ঘরমুখো

৩। **ব্যতিহার বহুব্রীহি :** যে বহুব্রীহি সমাসে পরস্পরের মধ্যে একই জাতীয় ক্রিয়া বোঝায় তাকে ব্যতিহার সমাস বলে।

হাতে হাতে যে লড়াই = হাতাহাতি

চুলে চুলে যে মারামারি = চুলোচুলি

কানে কানে যে কথা = কানাকানি ইত্যাদি

৪। **মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি :** যে বহুব্রীহি সমাসের মধ্যপদের লোপ হয়ে যায় তাকে মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি সমাস সমাস বলে। যেমন -

বিড়ালের মত চোখ যে রমনীর = বিড়ালচোখী

মৃগের ন্যায় চোখ যে নারীর = মৃগনয়না

৫। **নঞবহুব্রীহি :** যে বহুব্রীহি সমাসের বিভক্তি লোপ পায়না তাকে অলুক বহুব্রীহি সমাস বলে। যেমন -

গায়ে হলুদ দেয়া হয় যে অনুষ্ঠানে = গায়ে হলুদ

মাথায় পাগড়ি যার = মাথায় পাগড়ি

হাতে খড়ি দেয়া হয় যে অনুষ্ঠানে = হাতে খড়ি।

৭. **সংখ্যাবাচক বহুব্রীহি :** পূর্বপদে সংখ্যাবাচক এবং পরপদ বিশেষ্য হলে তাকে সংখ্যাবাচক বহুব্রীহি সমাস বলে। যেমন-

দশ গজ পরিমাণ যার = দশগজী;

চার পায়া যার = চারপেয়ে।

৮. **প্রত্যয়ান্ত বহুব্রীহি :** যে বহুব্রীহির সমস্তপদে 'আ' এ, ও ইত্যাদি প্রত্যয় যুক্ত হয়ে সমাস হয় তাকে প্রত্যয়ান্ত বহুব্রীহি সমাস বলে। যেমন -

এক দিকে চোখ যার = একচোখা;

দুই দিকে টান যার = দোটানা।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন - ৭

ক. নৈর্বিত্তিক প্রশ্ন :

সঠিক উত্তরের পাশে টিকচিহ্ন (✓) দিন।

১। বহুব্রীহি সমাসে কোন পদের প্রাধান্য থাকে?

ক. পূর্বপদের　　খ. পরপদের

গ. কোন পদের নয়　　ঘ. অন্য কোন তৃতীয় পদের

২। 'লাঠালাঠি' কোন বহুব্রীহি সমাসের উদাহরণ?

ক. সমানাধিকরণ　　খ. নঞ

গ. ব্যধিকরণ　　ঘ. ব্যতিহার

৩। মানাধিকরণ বহুব্রীহি সমাসে পূর্বপদ

ক. বিশেষণ　　খ. বিশেষ্য

গ. সর্বনাম　　ঘ. সংখ্যাবাচক

খ. রচনামূলক প্রশ্ন :

১। বহুব্রীহি সমাস কাকে বলে উদাহরণসহ বুঝিয়ে লিখুন।

২। শূন্যস্থান পূরণ করুন

ক. নেই ভাগ্য করুন ---------।

খ. চাঁদের মত --------- নারীর = চাঁদমুখী

গ. --------- বিষ যার = আশীবিষ

ঘ. সমান উদর যার ---------।

ঙ. বিচলিত মন যার ---------।

উত্তর

১.ঘ, ২. গ. ৩. ক

২. ক. অভাগা, খ মুখ যে গ. আশীতে ঘ, সহোদর, ঙ বিমনা।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

ক. নৈর্বিত্তিক প্রশ্ন :

১. কোনটি তৎপুরুষ সমাসের উদাহরণ?

ক. রাজর্ষি　　খ. মিশকালো

গ. বসন্ত সখা　　ঘ. দশানন

২. সংখ্যাবাচক শব্দের সঙ্গে বিশেষ্য পদের যে সমাস হয় তার নাম কি?

ক. বহুব্রীহি খ. কর্মধারয়

গ. দ্বন্দ্ব ঘ. দ্বিগু

৩. গায়ে হলুদের সঠিক ব্যাসবাক্য কোনটি?

ক. গায়ে হলুদ খ. গায়েতে হলুদ

গ হলুদের গা ঘ. গায়ে হলুদ দেয়া হয় যে অনুষ্ঠানে

৪. যে যে পদে সমাস হয় তাদের প্রত্যেকটির নাম কি?

ক. সমস্তপদ খ. ব্যাসবাক্য

গ. সমস্যমান পদ ঘ. পূর্বপদ

৫. চক্রাকার কোন সমাসের উদাহরণ?

ক. দ্বিগু খ. ষষ্ঠী তৎপুরুষ

গ. দ্বন্দ্ব ঘ. অব্যয়ীভাব

৬. যে সমাস্যমান পদ দুটির একটিকেও না বুঝিয়ে তৃতীয় পদটি প্রধান হয় তাকে কোন সমাস বলে?

ক. কর্মধারয় খ. অব্যয়ীভাব

গ. বহুব্রীহি ঘ. তৎপুরুষ

খ. রচনামূলক প্রশ্ন :

১. সমাস কাকে বলে? বাংলা ভাষায় সমাসের প্রয়োজনীয়তা কি আলোচনা করুন।

২. বাংলা ব্যাকরণে কয় প্রকার সমাস আছে? প্রত্যেকটির একটি করে উদাহরণ দিন।

৩. উপমান, উপমিত ও রূপক কর্মধারয় সমাসের পার্থক্য উদাহরণ দিয়ে ব্যাখ্যা করুন।

৪. নিম্নলিখিত বাক্যগুলোর নিম্নরেখ পদগুলোর ব্যাসবাক্য সহ সমাসের নাম লিখুন :

ক. গাছপাকা আম খেতে খুব মজা।

খ. নতুন শতাব্দী শুরু হয়েছে।

গ. আজ পরিবহন ধর্মঘট।

ঘ. আজকাল ঢেঁকিছাটা চাল পাওয়া ভার।

ঙ. লোকটি একেবারে গোবেচারা।

উত্তর

১. গ ২. ঘ ৩. ঘ ৪. গ ৫. খ ৬. ঘ

৪. ক. গাছপাকা = গাছে পাকা = সপ্তমী তৎপুরুষ

খ. শতাব্দী = শত অব্দের সমাহার = দ্বিগু।

গ. ধর্মঘট = ধর্মের নিমিত্তে যে ঘট = চতুর্থী তৎপুরুষ।

ঘ. ঢেঁকিছাটা = ঢেঁকি দ্বারা ছাটা= তৃতীয়া তৎপুরুষ।

ঙ. গোবেচারা=গরুর ন্যায় বেচারা = উপমান কর্মধারয়।

৫. **ব্যাসবাক্য সহ সমাসের নাম লিখুন**

দেশপ্রীতি, শোকানল, প্রশ্নকর্তা, মেষশাবক, মেঘাবৃত, মশামাছি, ভারাক্রান্ত, ভোজনপটু, ভাতকাপড়, মনগড়া, বীনাপানি, বেহুঁশ, সর্বশ্রেষ্ঠ, বটবৃক্ষ, ভক্তিসুধা।